দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 OCT 2002
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ই-লার্নিং

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন বিপ্লব

নিউইয়র্কের কুইন্স-এ অবস্থানরত এক বাংলাদেশী গৃহিণী সম্প্রতি তার ব্যাচেলর ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে যার শুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশের একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যয়নরত অবস্থায় এক প্রবাসী বাঙালির সাথে তার বিয়ে হওয়ায় পড়াশুনা শেষ করা সম্ভব হয়নি দেশে। কিন্তু তাতে কি? স্বামীর সাথে নিউইয়র্কে থাকাকালীন সময়ে তিনি একটি লার্নিং প্রোগ্রামে ভর্তি হন যা ইন্টারনেটভিত্তিক। ডিগ্রী অর্জনের জন্য যেসব যোগ্যতা এবং আইইউবি'তে থাকাকালীন সময়ে যেসব কোর্স অসম্পূর্ণ ছিল সেসব কোর্স শেষ করে তিনি তার ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জন করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এসবের জন্য তার খরচ হয়েছে নিউইয়র্কের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের মাত্র কয়েক শতাংশ।

ই-লার্নিং টার্ম সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গেলে বলতে হয়, সকল ধরনের কম্পিউটার বেইজড ট্রেনিং যেখানে পড়াশুনার বিষয়বস্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ামের উপর নির্ভরশীল। ইলেকট্রনিক মিডিয়ামে হিসেবে ইন্টারনেট এবং ইন্টারাকটিভ সিডিই আসে সবচেয়ে আগে। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ই-লার্নিং শিক্ষা ব্যবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যা কিনা রিয়েল টাইম, কাস্টমাইজড, স্বল্প খরচ, মাল্টিমিডিয়া সংশ্লিষ্ট, লোকেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ফ্লেক্সিবল বা পুরোটাই নমনীয়। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যেখানে বিশ্বের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে

ব্যস্ত সেখানে ই-লার্নিং ইন্ডাস্ট্রি ৩৩ শতাংশ বার্ষিক গ্রোথ রেট আশা করছে। এদিকে পশ্চিমা ইউরোপিয়ানদের কিছু দেশ, ভারত এবং মালয়েশিয়াতে ই-লার্নিং-এর প্রসার হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো কিছু উন্নয়নশীল এবং রক্ষণশীল দেশে নানা ধরনের জটিলতার জন্য ই-লার্নিং-এর অবস্থা খুবই নাজুক।

ই-লার্নিং আমাদের ওয়াইড রেঞ্জের হাই কোয়ালিটি এডুকেশন এবং ট্রেনিং-এর সুযোগ করে দেয়। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের কোর্সসমূহ অফার করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ কেউ আবার ডিগ্রী প্রোগ্রামের অফার দিচ্ছে। এসব প্রোগ্রামে ভর্তি ফি খুবই কম। তাছাড়া ট্রাভেল চার্জ, বাসা ভাড়ার ঝক্কি-ঝামেলার বালাই থাকছে না ডিগ্রী অর্জনের জন্য। যাদের বাসায় কম্পিউটার নেই অথবা গ্রুপের মাধ্যমে ক্লাস করতে আগ্রহী তাদের জন্য নির্দিষ্ট দেশসমূহে লার্নিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা থাকে।

একটা কথা না বললেই না, আফ্রিকান ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি (এভিইউ) যারা ১৯৯৭ সাল থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রতিষ্ঠানটি তার শিক্ষা কার্যক্রম ভিডিওটেপ-এর মাধ্যমে ধারণ করে এবং তা বিশ্বের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এই প্রোগ্রামে আফ্রিকার নির্দিষ্ট ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি লেকচার দেয়া হয়। আফ্রিকার শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে লেকচারগুলো ইলেক্ট্রনিক্যালি প্রদান করা হয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের অসংখ্য রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপদ।

আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুম লেকচারের পাশাপাশি সিডি'র মাধ্যমে ইন্টারাকটিভ কনটেন্ট অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে লার্নিং অভিজ্ঞতা বাড়াতে ই-লার্নিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসরুম লেকচার, হোম ওয়ার্ক এসাইনমেন্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন এ্যাকসেসের সুযোগ দিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোর্সের জন্য প্রিলিমিনারী কোর্স ম্যাটিরিয়াল অফার করে থাকে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। একই সাথে ক্লাসরুম লেকচারকে ভালভাবে কাজে লাগাতে তাদের অসুবিধা হয় না, ক্লাসের পূর্বে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়িতে বাড়তি সময়ে এসব ম্যাটেরিয়াল রিভিউ করতে পারে। ইলেকট্রনিক এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো কন্টেন্ট পরিবর্তন এবং ডিস্ট্রিবিউশনে এর খরচ খুবই অল্প। ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে লেকচার নে আপডেট কোন ব্যাপারই না। এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টার কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন খুবই সহজ

ওদিকে ই-লার্নিং ইউরোপ-আমে কর্পোরেশনে কর্পোরেট লার্নিং-এ বৈপ্লবিক নিয়ে এসেছে। অতীতে বড় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপের জন্য বাজেট থাকত। ব্যবসা টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টে করা হতো। এদিকে নিয়োগ ট্যালেন্টদের আকৃষ্ট করার জন্য সেলিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার দেউলিয়াত্বের শিকার আর্থার এন্ড সন্নিকটে ৫০০০ সীটের মেইনটেইন করতো শুধুমাত্র ক জন্য। এডারসেনের বাজেটের ১ এই ট্রেনিং কার্যক্রম সম্পাদনে বিভিন্ন দেশ থেকে এডারসেনের ট্রেনিং-এর জন্য শিকাগো লার্নিং সেন্টারে ভিড় জমাতো অনেকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে কোম্পানীগুলো ট্রেনিং কার্যক্রম কমাচ্ছে পরিবর্তিত এবং আধুনি আবির্ভাবের ফলে। এখন ড কনসালটিং ফার্ম ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করেছে। এতে করে অনেকাংশে। এর ফলে বাজার ম্যাটেরিয়ালে প্রাচুর্যতাও বেড়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব বি তাদের অফিসে ব্যবহৃত ই- ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছেড়ে দিচ্ছে নিতে পারছে সারা বিশ্ববাসী। নবটেল নেটওয়ার্ক তাদের অ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাধ্যমে। ই-লার্নিং কর্পোরেট

সেনা

সাহসিক নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাংলাদেশের মেয়েরা এগিয়ে আসছেন সেনাবাহিনীতে। বিশ্ব পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের আলোকে অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০০০ সা প্রথম এদেশে নারীকে সেনাবাহিনীতে সরাসরি ক্যাডেট হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে চারটি ব্যাচে ক্যাডেট হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

বহু বহু বছর আগে যুদ্ধে নারী সরাস অংশগ্রহণ করত। হযরত আয়েশা (রাঃ) সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, সুলতানা রাজিয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প বিভিন্ন মুসলিম দেশে নারীদের পুলি আধা-সামরিক ও সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও সীমাবদ্ধ ছিল প্রশাসনিক ও সেবামূল কাজগুলোতে। ইরান, লিবিয়া ও সুদানেরও নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখন উৎসাহিত করা হচ্ছে। এদিকে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকায় সেনাবাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত ক হচ্ছে। ১৯৯৭ সাল থেকে পদাতিক সাঁজোয়া বাহিনীতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যুক্তরাজ্য। তবে তারও আগে ভারত ১৯৯২ সালে নারীদের সশস্ত্রবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারী-পুরুষে মতই যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেডিক্যাল কোর এব আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসে (এএফএনএস) মেয়েদের নিয়োগ ক কমিশন্ড হিসাবে নারীকে নিয়োগের মেয়েদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। প্র

১৫ অক্টোবর

জা